মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.

জীবন ও কর্ম

মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী

রুহুল্লাহ নোমানী অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ. জীবন ও কর্ম
লেখক	মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী
অনুবাদক	রুহুল্লাহ নোমানী
সম্পাদনা	যুবাঈর আহমাদ
প্রকাশকাল	ডিসেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	মুহারেব মুহাম্মাদ
পৃষ্ঠাসজ্জা	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৮০০ (আটশত) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-96949-3-9

ইনতিসাব

আমি অপূর্ণ ও ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাটি আমার সম্মানিত পিতার রুহের প্রতি ইসাল করছি- যাঁর ইখলাসের বরকতে অধমকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাস বান্দাদের পাদুকা বহনের তাওফিক দান করেছেন, যাঁর দীক্ষার ফলে অধমের মননে আল্লাহর নেক বান্দাদের মহব্বত অর্জন করার অল্প-বিস্তর আকাঙ্ক্ষা ও কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তৈরি হয়েছে। কবি বলেছেন,

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ☆ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

আমি বুজুর্গদের ভালোবাসি, যদিও নিজে তেমন নই। তবে আশা রয়েছে–আল্লাহ তায়ালা (এই মহব্বতের বিনিময়ে) আমাকেও (পরিশোধিত হওয়ার) তাওফিক দান করবেন। –লেখক

অজস্র রাতজাগা এই সামান্য মেহনতটুকু আমার আব্বা-আম্মার জন্য এবং মেখল মাদরাসায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতাদবৃন্দের জন্য, যাঁদের দোয়া, চেষ্টা, ত্যাগ ও স্নেহপরশে মুফতি আজমকে চেনা ও মেখল মাদরাসায় পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। আমি এক নতুন জীবনের সন্ধানলাভে ধন্য হয়েছি। হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা ও উসতাদবৃন্দকে তুমি পূর্ণ সুস্থতার সাথে সুদীর্ঘ হায়াত ও পরকালীন সফলতা দান করো। আমিন। –অনুবাদক

সূচিপত্র

এক নজরে মুফতি আজম রহ. **২৭**
জন্ম ও বংশ পরিচয় ২৭
ইনতেকাল, জানাজা ও দাফন ২৭
বাল্যকাল ও পারিবারিক পরিবেশ ২৭
হাটহাজারীতে পড়াশোনা ২৮
দেওবন্দ জীবন ২৮
পরীক্ষার ফলাফল, উসতাদদের প্রশংসা ২৮
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে খেদমতের প্রস্তাব ও ঈমানি পরীক্ষা ২৯
হাটহাজারীতে অধ্যাপনা জীবন ২৯
হাটহাজারী থেকে অব্যাহতি ২৯
মেখল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ৩০
মেখল মাদরাসার স্বাতন্ত্রসমূহ ৩০
বিদআতিদের আক্রমণ ৩১
ছবিহীন সফরে বাইতুল্লাহ ৩১
লেখক মুফতি আজম ও সংস্কার জীবন ৩২
কে ছিলেন মুফতি আজম রহ.? ৩৩
ভক্তি প্রকাশ ৩৬
স্তুতিমূলক কবিতা ৩৭
লেখকের কথা ৩৯
প্রকাশকের অভিব্যক্তি ৪৪
আমার জীবনে মুফতি আজম রহ. ৪৫
স্বর্ণ কণিকা ৫২
স্বরচিত আত্মজীবনী ৬২
আত্মজীবনী সম্পর্কে দুটি কথা ৬৩
মূল আত্মজীবনী ৬৪
আত্মজীবনীর অনুবাদ ৬৮
জন্ম ৬৮
আম্মাজানের ওসিয়ত ও মৃত্যু ৬৮

খতনা ও অনুষ্ঠান ৬৮
খতনা অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা ৬৯
খতনা উপলক্ষ্যে মাহফিল ৬৯
রাত্রিকালীন ওয়াজের প্রচলন ৬৯
দিনের বেলা ওয়াজের সূচনা ৭০
লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ৭১
গৃহশিক্ষক নিয়োগ ৭১
হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি এবং প্রতিষ্ঠালগ্নের অব্যবস্থাপনা ৭১
আলেমদের সাথে আব্বাজানের সম্পর্ক ৭২
হাটহাজারী মাদরাসায় দশ বছর পড়াশোনা ৭২
হাটহাজারী মাদরাসার সংস্কার ও দাওয়াতি কার্যক্রম ৭২
দেওবন্দ গমন ও আব্বাজানের মৃত্যু ৭২
দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন ৭২
উসতাদদের স্নেহদৃষ্টি ৭৩
সাথিদের সাথে কোমল আচরণ ৭৩
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ৭৩
বন্ধের সময়ের ব্যস্ততা ও লেখালিখি ৭৩
ছাত্র জীবনের রচনাবলি কালের গর্ভে ৭৪
বিদআত খণ্ডনমূলক রচনা ও আকাবিরে দেওবন্দের প্রশংসা ৭৪
উসতাদদের সুনজর ও প্রশংসা ৭৪
জ্যোতিষবিদদের ভবিষ্যদ্বাণী ৭৪
অধমকে নিয়ে সাথিদের দেখা স্বপ্ন ৭৫
আল্লাহর করুণা পেতে যোগ্যতা নয়, গ্রহণযোগ্যতা শর্ত ৭৫
শিক্ষক ও মুফতি পদে হাটহাজারী মাদরাসায় যোগদান ৭৫
মাদরাসার পক্ষ হয়ে দাওয়াতি তৎপরতা ৭৬
সুরহীন দলিলভিত্তিক আলোচনা ৭৬
আলোচনা ভঙ্গির ওপর উসতাদদের সন্তুষ্টি ৭৬
লেখালিখির স্বর্ণকাল : ৭৮
লেখালিখির প্রতি গায়েবি উৎসাহ ও নুসরত ৭৯
দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন ও ধারাবাহিক ঈমানি পরীক্ষা ৭৯
আল্লাহর দয়ায় বিপদ থেকে উত্তরণ ৭৯
চল্লিশ বছর বয়সে ইজাজত লাভ ৮০

এক বিদআত-সম্রাটের কঠিন ষড়যন্ত্র ও গায়েবি সাহায্য ৮০
দেওবন্দের শবে বরাত ৮০
ইলমি ব্যস্ততায় জীবন অতিবাহিত করার দোয়া ৮০
যেমন দোয়া, তেমন তাওফিক ৮০
অধ্যয়নের জন্য সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার : ৮১
অসুস্থতা নিয়েও অধ্যয়ন ৮১
বাইতুল্লাহর সফর ও জিয়ারত ৮২
হজের সফরেও তালিমি ব্যস্ততা ৮২
হজের সফরের স্বাদ আজও আস্বাদন করি ৮৩
আত্মজীবনী লেখার নেপথ্য কারণ ৮৮
স্ববর্ণিত আত্মজীবনী ৯৬
স্ববর্ণিত আত্মজীবনী সম্পর্কে দুটি কথা ৯৭
বংশ পরম্পরা ৯৮
গৌড় থেকে চট্টগ্রাম শহর ৯৮
চট্টগ্রাম শহর থেকে মেখলে ৯৯
বংশধারা : শিকড় থেকে শিখরে ৯৯
বংশধারার বিশদ আলোচনা ১০০
সিলসিলায়ে নসব ১০১
এক নজরে সিলসিয়ায়ে নসব ১০৩
আব্বাজান জনাব হেদায়াত আলি চৌধুরী ১০৩
আলেমদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল ১০৪
রত্নগর্ভা মা রহীমা খাতুন ১০৫
জন্মস্থান ১০৬
চাচাজান মুনশি ইউসুফ আলি চৌধুরীর ভবিষ্যদ্বাণী ১০৬
মায়ের ইনতেকাল ১০৭
সৎ মায়ের কাছে বড় হওয়া ১০৭
মায়ের ওসিয়ত ১০৮
পড়ালেখার সূচনা ১০৮
পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ ১০৮
খতনা ও বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠান ১০৮
পড়াশোনার সূচনাকাল-সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন ১০৯
খতনার অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত সংশয় নিরসন ১০৯

খতনা অনুষ্ঠান ও শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ... ১১০
বালক মুফতি আজমের তাকওয়া ... ১১২
রাহে নাজাত পড়ার বয়সে কঠোর পর্দা পালন ... ১১২
সাথি ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে কোমল আচরণ ... ১১৩
দারুল উলূম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ... ১১৫
শাইখুল ইসলাম হাবীবুল্লাহ রহ. ... ১১৭
জন্ম ও পড়াশোনা ... ১১৭
থানভি রহ. এর পরামর্শ ও নির্দেশনা ... ১১৮
প্রথম ছাত্র আবদুল আজীজ বটতলবী রহ. ... ১১৮
কাজীপাড়ার প্রারম্ভিক মাদরাসা ... ১১৯
নির্জনতা ভেঙে বেরিয়ে আসার নির্দেশ ... ১২০
চারিয়ায় হাবীবুল্লাহ রহ.-এর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ... ১২১
সংগ্রামী চার সাধক ও তাঁদের সম্মেলনের ইতিবৃত্ত ... ১২১
শাইখুল কুল মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ হাওলাবী বাঙ্গালী রহ. ... ১২৩
মাওলানা সুফি আজিজুর রহমান রহ.-এর সুসম্পর্ক ... ১২৪
মাওলানা আবদুল হামীদ রহ.-এর পরিচয় ... ১২৫
শাইখুল ইসলাম হাবীবুল্লাহ কুরাইশী রহ. এর পরিচয় ... ১২৬
কাফেলা গন্তব্যপানে ... ১২৬
সম্মিলিত চিন্তা ও ধারাবাহিক পরামর্শ ... ১২৭
সামান্য কাঠমিস্ত্রীর অসামান্য অনুধাবন ... ১২৮
ফকির মসজিদ সংলগ্ন জায়গাটি উপযুক্ত মনে হলো ... ১২৯
দারুল উলুম হাটহাজারী আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় ধাপ ... ১২৯
আত্মপ্রকাশের চূড়ান্ত ধাপ বর্তমান স্থানে দারুল উলুম হাটহাজারী ... ১৩০
ছাত্র ফয়জুল্লাহর ভর্তি ... ১৩১
দাওয়াতি কার্যক্রমেই ছিল বেশি মনোযোগ ... ১৩২
আবদুল হামীদ রহ.-এর ব্যতিক্রমী দাওয়াতি সফর ... ১৩২
প্রতিষ্ঠালগ্নে মাদরাসার পড়াশোনার অবস্থা ... ১৩৩
মাশায়েখে হাটহাজারী ... ১৩৬
মুফতি আজিজুল হক রহ.-এর কবিতায় দারুল উলুম হাটহাজারীর আকাবির মনীষীবৃন্দ ... ১৩৭
‘তাযকেরায়ে মাশায়েখে হাটহাজারী’ রচিত হোক ... ১৩৮
শাইখুল কুল মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী রহ. ... ১৩৮

শাইখুল ইসলাম মাওলানা হাবীবুল্লাহ কুরাইশী রহ. ১৪০
মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.-এর স্তুতিমূলক ফারসি কবিতা ১৪০
হাদিয়ে বাঙ্গাল মাওলানা আবদুল হামীদ রহ. ১৪১
মাওলানা সুফি আজিজুর রহমান রহ. ১৪৮
একটি সংশোধনী ১৪৯
শাইখুল মাশায়েখ মাওলানা জমীরুদ্দীন রহ. ১৪৯
মাওলানা জমীরুদ্দীন রহ. সম্পর্কে মুফতি আজমের স্তুতি কাব্য ১৫০
আলহাজ মাওলানা হাফেজ আফাজুদ্দীন রহ. ১৫১
শাইখুল হাদিস মাওলানা সাঈদ আহমাদ সন্দীপী রহ. ১৫৩
জন্ম-মৃত্যু ও বংশ পরিচয় ১৫৩
শিক্ষা-দীক্ষা ১৫৩
দেওবন্দের দিনগুলো ১৫৪
বাইআত ১৫৫
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১৫৫
শিক্ষক পদে হাটহাজারীতে ১৫৫
আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার প্রস্তাব নাকচ ১৫৭
হাটহাজারী মাদরাসার প্রাণপুরুষ ও প্রধান শিক্ষক পদে ১৫৮
চারিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ১৫৮
উসতাদের দোয়ায় 'উসতাদুল কুল' ও 'বড় মুহাদ্দিস সাহেব' ১৬১
ইজাজত লাভ ১৬১
তাঁর বিশেষ মুজায ও শাগরেদ ১৬১
মুফতি আজম রহ.-এর দৃষ্টিতে শাইখুল হাদিস মাওলানা সাঈদ আহমাদ রহ. ১৬২
সাঈদ আহমাদ রহ. সম্পর্কে মুফতি আজমের কাব্য অভিব্যক্তি ১৬৩
মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-এর পড়াশোনা ও ছাত্র জীবন ১৬৪
ইলমের পথে পথে বাধার বিন্ধ্যাচল ১৬৫
ঘরানা পেরেশানি ১৬৫
নিজ বাড়ি থেকে জায়গির বাড়িতে ১৬৭
বিশুদ্ধ নিয়ত, অক্লান্ত পরিশ্রম ১৬৮
ছাত্র জীবনের দুই অকৃত্রিম বন্ধু ১৬৮
তাঁদের মহব্বত ছিল সুগভীর এবং আল্লাহর জন্য নিবেদিত ১৭০
পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার ১৭৬

গুলিস্তাঁ পড়ার সময়ই কাব্যচর্চা ১৭৭
পাঠদানে উসতাদকে সহযোগিতা ১৭৭
মাওলানা জমীরুদ্দীন রহ.-এর দরসে ১৮০
উসতাদের মুখে মুফতি আজমের প্রশংসা ১৮১
একজন আদর্শ ছাত্র ১৮১
বন্ধের সময়ে লেখালিখি ও কাব্যচর্চা ১৮২
উসতাদের নির্দেশে কাব্যচর্চা ১৮২
ছাত্রজীবনের কবিতা, বিদআতের খণ্ডন ১৮৪
কাঁচা বয়সের কবিতায় পক্বতার ছাপ ১৮৪
সুন্নাতসম্মত বিয়ের প্রশংসায় রচিত কবিতা ১৮৫
যেমন ছিল মুফতি আজমের কবিতা ১৮৬
নির্ভুল লেখার বিরল যোগ্যতা ১৮৬
কাব্যপ্রতিভার নিয়ন্ত্রিত অনুশীলন ১৮৭
কবিতা গাওয়া তিনি বিলকুল পছন্দ করতেন না ১৮৮
মুফতীয়ে আজম রহ.-এর দেওবন্দ জীবন ১৮৯
সফর ব্যতীত ইলমে পূর্ণতা আসে না ১৯০
দেওবন্দ সফরের প্রেক্ষাপট ১৯১
'মুফতি আজম' হওয়ার গায়েবি ইশারা ১৯১
মুরুব্বিদের থেকে বিদায় ১৯২
সফরের সূচনা ১৯২
দেওবন্দে মুফতি আজম ১৯৩
মাওলানা রসুল খান রহ. এর ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৪
ভগ্ন হৃদয়ের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় ১৯৪
ছাত্রের সাথে কোমল আচরণের দীক্ষা ১৯৫
ভর্তি পরীক্ষা ও পড়াশোনায় মগ্নতা ১৯৫
সাথি-সঙ্গীদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা ১৯৬
পড়াশোনায় নিয়মতান্ত্রিকতা ১৯৬
সহপাঠীর স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা ১৯৭
জীবনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বার্তা ১৯৭
তাকে দেখার জন্য উসতাদের আগ্রহ ১৯৭
আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ. এর মন্তব্য ১৯৮
উসতাদের স্নেহদৃষ্টি ও সাথিদের ঈর্ষা ১৯৮

হাটহাজারীর সাধনার সুফল দেওবন্দে ১৯৯
মাওলানা আব্দুস সামী রহ. এর বার্তা : আল্লামা উসমানি তোমার ওপর সন্তুষ্ট ২০০
ঝামেলা এড়াতে অধিকার ত্যাগ ২০০
নির্জনতায় মেলে যখন ব্যাপক প্রসিদ্ধি ২০১
দেওবন্দের প্রথম বছরে পিতার ইনতেকাল ২০১
দেওবন্দের শবে বরাত ২০২
অগ্রগতির ভেদ যখন দোয়া ২০৩
নিয়ত শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ২০৩
দোয়া কবুল হলো ২০৪
দীনের আপসহীন সেবক ২০৪
ইলমে দীনের নিবেদিত খাদেম ২০৪
সুন্নাহর জন্য উৎসর্গিত সাধক ২০৪
জীবন যখন আলোকিত দোয়ার বরকতে ২০৪
চাওয়া যখন হয় পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে ২০৫
রমজানের বন্ধে বিদআত খণ্ডনমূলক রচনা ২০৫
দেওবন্দের দ্বিতীয় বছর ২০৬
দেওবন্দের তৃতীয় বছর পারিবারিক অবস্থার চরম অবনতি ২০৭
উসতাদদের সাথে পরামর্শ ও প্রত্যাবর্তনের অনুমতি গ্রহণ ২০৭
উসতাদদের থেকে ইলমি যোগ্যতার স্বীকৃতি ২০৮
দেওবন্দ থেকে ফেরার পর ২০৯
দেশের মাটিতে মুফতি আজম ও জিরি মাদরাসা থেকে প্রস্তাব ২১০
উসতাদদের সোহবতকেই অগ্রাধিকার ২১০
ধারাবাহিক ঈমানি পরীক্ষা ২১১
প্রথম ঈমানি পরীক্ষা ২১১
প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও চরম অনীহা ২১২
ছোট ভাইয়েরও একই আবদার ২১২
সাহস জোগালেন এক মাওলানা ২১৩
ক্রমাগত চাপ সত্ত্বেও সাড়া দিলেন না কেন? ২১৩
ইলমে দীন অর্জন করার পর আধুনিক শিক্ষা মানে না-শুকরিয়া ২১৪
মকবুল দোয়া ও ফলপ্রসূ নসিহা ২১৫
দ্বিতীয় ঈমানি পরীক্ষা : বিত্তের হাতছানি ২১৫

হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথায় প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া নয় ২১৭
আগ্রহীরাই তো অগ্রাধিকার পাওয়ার হকদার ২১৭
আবারো সাহস জোগালেন এক মাওলানা ২২০
বিনয়ী নিবেদন অন্তর বিগলিত করে ২২০
হৃদয়ের কথা হৃদয় ছুঁয়ে যায় ২২১
আসমানে যখন মহব্বতের ঘোষণা হয় ২২১
তৃতীয় ঈমানি পরীক্ষা : বিত্তের হাতছানি-২ ২২২
পরীক্ষা এক, জবাব অভিন্ন ২২২
লাগাতার অসম্মতি : কেমন ছিল তখনকার আর্থিক অবস্থা ২২৩
দোয়া ও ইস্তিকামাতই যখন সম্বল ২২৩
পরিবার তো জান্নাত অর্জনের মাধ্যম ২২৪
ছোট ভাইবোনদের প্রতি স্নেহ-মমতা ২২৫
অভাবের সংসারে সৎ শাশুড়ির প্রতি যত্ন ২২৫
শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট্য ২২৬
আমল নির্বাচনে মুফতি আজমের পছন্দ ২২৬
তিনি গায়রে মাসনুন আমল এড়িয়ে চলতেন ২২৬
পরিবারের ভরণ-পোষণও বড় রিয়াজত ২২৭
অভাব ও অধ্যয়ন সম্পর্কে বলিয়াবী রহ.-কে চিঠি ২২৭
জামাইদের সহযোগিতা ২২৯
দুঃখের পরে সুখ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ২২৯
জীবিকা নির্বাহের করুণ চিত্র ২২৯
ত্যাগের পরে প্রাপ্তি ২২৯
তুমি কোথায়, তাঁরা কোথায় ২৩০
মাদরাসায় পড়ানো চাকরি, না খেদমত ২৩১
অভাব মোচনে মুফতি আজমের নির্দেশনা ২৩২
মুফতি আজমের জীবনের সারমর্ম ২৩২
মুফতীয়ে আজম রহ.-এর শিক্ষকসত্ত্বা ও কর্মজীবন ২৩৩
হাটহাজারী মাদরাসায় যোগদান ২৩৪
দীন ও ইলমে দীন সবার আগে ২৩৪
তিনি বেতন নিয়েছেন ২৩৪
শায়খে মুসলিম ও জামানা ২৩৫
হেদায়া-প্রেম ও ফিকহি পাণ্ডিত্য ২৩৫

ছাত্রপ্রিয় উসতাদ ২৩৬
ইমামতুল্য শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ২৩৬
কেমন ছিল তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ২৩৬
কিতাব শেষ করার কোনো তাড়া থাকত না ২৩৭
পাঠদানের বার্ষিক পরিকল্পনা ২৩৭
কিতাব উপযোগী পাঠদান ২৩৮
ছাত্রপ্রিয়তার নেপথ্য কারণ ২৩৮
হাটহাজারীর সেই ঐতিহাসিক দরসগাহ ২৪০
সেই স্বর্ণকুঠিরে বসেই জীবনী সংকলন ২৪০
দারুল ইফতা, অধ্যয়নকক্ষ ও বিশ্রামাগার ২৪০
আজান হওয়া মাত্রই মসজিদে গমন ২৪১
বড়দের সাথে সাক্ষাতের সময় ২৪১
মুজাকারার জন্য উসতাদের আগমন ২৪১
উসতাদদের কাছে তাঁর ইলমি ব্যস্ততার মূল্যায়ন ২৪১
খতিবে আজমের বিনয় ২৪২
ছোটবড় সকলের শরণ ছিলেন তিনি ২৪২
বিনয় শেখো খতিবে আজম থেকে ২৪২
ফুল হও, মৌমাছি আসবেই ২৪২
গুণীরাই বুঝেন গুণীর সম্মান ২৪৩
অনাবাসিক শিক্ষক ২৪৩
মেঘ দেখে তুই করিস নে ভয়! ২৪৪
সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার গুণ ২৪৫
আত্মতুষ্টিতে না ভোগার গুণ ২৪৬
অপঠিত কিতাব পড়ানোর পাণ্ডিত্য ২৪৬
শুকরিয়া আদায় ছিল তাঁর অভ্যাস ২৪৬
সকল শাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা ২৪৬
চলন্ত মাদরাসা ২৪৭
খতিবে আজমের কল্যাণে সাহারানপুরে মুফতি আজমের আলোচনা ২৪৯
মুফতি আজমের তালিমি কারামাত ২৫১
সোনায় সোহাগা সুযোগ্য উসতাদের উপযুক্ত ছাত্র ২৫১
যোগ্যতা মানুষকে মর্যাদার আসনে আসীন করে ২৫২
সমসাময়িকদের মাঝে মুফতি আজম ২৫২

স্বদেশী মনীষীদের মূল্যায়ন করা চাই ২৫৩
মুফতি আজমের তালিমী কারামাত-২ ২৫৪
তিনি ছিলেন ছাত্রদের প্রিয় উসতাদ ২৫৫
মুফতি আজম রহ.-এর ওপর ছাত্রদের আস্থা ২৫৬
সপ্তাহে শুধু একটি দরসের জন্য আকুল আবেদন ২৫৭
প্রিয় ছাত্রদের নামে জবাবি পত্র ২৫৮
মুফতি আজমের শাগরেদবৃন্দ ২৬৩
ছাত্রদের প্রথম স্তর ২৬৩
ছাত্রদের দ্বিতীয় স্তর ২৬৫
ছাত্রদের তৃতীয় স্তর ২৬৬
ছাত্রদের চতুর্থ স্তর ২৬৭
ছাত্রদের ষষ্ঠ স্তর ২৬৮
ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন ২৭১
মোবারক বিবাহ ২৭২
সম্মানিতা স্ত্রী ২৭২
মুহাম্মাদ আনওয়ারের মাতা আমার সম্মানিতা স্ত্রীর জন্য দোয়া ২৭৩
স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও মুগ্ধতা ২৭৪
স্ত্রীর সাথে সদাচার ২৭৪
স্ত্রীর চোখে মুফতি আজম ২৭৫
মুফতি আজম রহ.-এর খাদ্যাভ্যাস ২৭৮
তিনি ছিলেন শামায়েলে নববীর সাক্ষাৎ উদাহরণ ২৭৯
বাবার চোখে মুফতি আজম রহ. ২৮০
তিনি ছিলেন অন্য নারীদের তুলনায় অগ্রগামী ২৮০
প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু ২৮০
স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন ২৮০
স্ত্রীর মৃত্যুতে মুফতি আজম রহ.-এর শোককাব্য ২৮০
মুফতি আজম রহ.-এর লিখিত দস্তাবেজ থেকে সন্তানদের জন্ম-মৃত্যু ২৮২
মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ ২৮২
মুহাম্মাদ উমর ২৮২
আরও তিন সন্তানের মৃত্যু ২৮২
রহীমা খাতুন ২৮২
যয়নব খাতুন ২৮৩

ফাতেমা খাতুন ২৮৩
সন্তানরাই ছিল স্ত্রীর স্মৃতি-স্মারক ও সান্ত্বনা ২৮৩
আনওয়ার শাহ ইবনে মুফতি আজম রহ. ২৮৪
জন্ম ২৮৪
আনওয়ার শাহ নাম রাখার কারণ ২৮৪
আনওয়ার শাহ ছিলেন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ২৮৫
শাহ সাহেবের 'বুদ্ধিহীনতা'র কারণ কী ছিল ২৮৫
শাহ সাহেবের মেধা ও পড়াশোনা ২৮৬
কথিত কারামাত সম্পর্কে সতর্কীকরণ ২৮৬
শাহ সাহেবের নামে বুজুর্গি ও কারামাত রটনা ২৮৭
বিভ্রান্তির কোনো সুযোগই রাখলেন না ২৮৭
পুত্রের ব্যাপারে পিতার যথাযথ উপলব্ধি ২৮৭
শাহ সাহেব সম্পর্কে মুফতি আজম রহ.-এর কবিতা ২৮৯
রহীমা খাতুন বিনতে মুফতি আজম রহ. ২৯১
জন্ম ২৯১
একজন মহিলা মুফতি ও ফরায়েজবিদ ২৯২
মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি গুরুত্বারোপ ২৯২
ইলমুস সরফে ছোট মেয়ের দক্ষতা ২৯২
'তালিমুল মুবতাদী' রচনার প্রেক্ষাপট ২৯৩
মেয়েকে তিনি নিজেই পড়িয়েছেন ২৯৪
অনন্য যোগ্যতা ও বিরল প্রতিভা ২৯৫
কন্যার পড়াশোনার জন্য মুফতি আজম রহ.-এর ব্যবস্থাপনা ২৯৫
ইলমের জন্য বাবা-মেয়ের লুকোচুরি ২৯৫
মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে মুফতি আজম রহ.-এর গর্ব ও সন্তুষ্টি ২৯৬
বড় সাহেবজাদির উচ্চতর পড়াশোনা ২৯৬
ইলমের চর্চা বন্ধ হওয়ায় মর্মপীড়া ২৯৭
বিবাহের পরেও পড়াশোনা ২৯৭
ছোট সাহেবজাদির উচ্চতর পড়াশোনা ২৯৭
কন্যাদের প্রতি মুফতি আজমের স্নেহ-মমতা ২৯৮
মেয়েদের নিয়ে এত আলোকপাত কেন? ২৯৮
আমরা কি সন্তানদের হক আদায় করছি? ২৯৮
অমর হওয়ার তিন উপায় ২৯৯

ব্যস্ততার ফাঁকেও সন্তানকে সময় দিন ৩০০
সন্তানের বিবাহ দিন সুন্নাত তরিকায় ৩০০
বড় জামাতার বংশ পরিচয় ৩০০
মুফতি আজম রহ.-এর সাথে পরিচয়ের প্রেক্ষাপট ৩০০
মাওলানা জমীরুদ্দীন রহ.-এর পরামর্শ ৩০১
হাবীবুল্লাহ রহ.-এর সারাজীবনের অর্জন ৩০১
ফয়জুল্লাহ তো একজন জন্মগত অলি ৩০১
মুফতি আজম রহ.-এর ঘরে জায়গির থাকার সিদ্ধান্ত ৩০২
মুফতি আজম রহ.-এর সাহচর্যে ৩০২
খাদেমের সাথে আচরণেও রাসুলের অনুসরণ ৩০২
গৃহশিক্ষক থেকে গৃহব্যবস্থাপক ৩০৩
তিনি ছিলেন মুফতি আজমের দোয়ার প্রতিফলন ৩০৩
সুলতান মেখলী থেকে মাওলানা কাসেম ৩০৪
মুফতি আজমের ইলম সাধনায় খাদেমের অবদান ৩০৫
মুফতি আজমের সফর-ইকামতের সঙ্গী ৩০৬
খেত-খামারও ছিল তার দায়িত্বে ৩০৬
মেখল মাদরাসার গোড়াপত্তন ৩০৭
হাটহাজারী মাদরাসা থেকে মুফতি আজমের ইস্তফা ৩০৮
মেখল মাদরাসার আত্মপ্রকাশের উপলক্ষণ ৩০৮
মুফতি আজমের সোহবতে মাওলানা আজিজুল্লাহ রহ. ৩০৮
এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো মেখল মাদরাসা ৩০৯
পারিবারিক জীবন-২ ৩১২
মাওলানা কাসেম রহ.-এর সাথে বড় সাহেবজাদির বিবাহের প্রেক্ষাপট ৩১৩
মুফতি আজম রহ.-এর ফুফু আলোচনা তুললেন ৩১৩
স্বজনদের সাথে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ৩১৩
মুফতি আজম নিজেই প্রস্তাব দিলেন ৩১৪
বিবাহের সেই শুভ দিন ৩১৪
বড় সাহেবজাদি রহীমা খাতুনের জন্য মুফতি আজম রহ.-এর দোয়ামূলক কবিতা ৩১৫
যয়নব খাতুন বিনতে মুফতি আজম রহ. ৩১৬
ছোট সাহেবজাদির বিবাহ ৩১৭
মহরে ফাতেমির ওপর গুরুত্বারোপ ৩১৮

বিবাহ পরবর্তী কার্যক্রমেও সুন্নাতের অনুসরণ ৩২০
বিবাহের পরেও বাবার বাড়িতে ৩২০
সংসারের ভার এবার ছোট জামাতার হাতে ৩২০
মুফতি আজমের সেবাযত্ন ও ছোট জামাতা ৩২১
মাদরাসার দায়িত্বও ছোট জামাতার হাতে ৩২১
ছোট সাহেবজাদি সম্পর্কে দোয়ামূলক কবিতা ৩২১
বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়ের শ্বশুরকে লেখা পত্র ৩২২
চিঠির বঙ্গানুবাদ ৩২২
দিক-নির্দেশনামূলক কিছু হাদিস ৩২৩
এবার আসি মূল কথায় ৩২৪
চিঠির আরবি পাঠ ৩৩০
ইসলাহে তাসাউফ ও সংস্কারক মুফতিয়ে আজম ৩৩৪
বাইআত ও বাইআতে তাসাউফ ৩৩৫
তাসাউফের মাঝে সুফিদের সংযোজন ৩৩৮
সংযোজনের ফলে সৃষ্ট অনিষ্ট ৩৩৯
তাসাউফের শুদ্ধি প্রয়োজন ৩৩৯
মহান সংস্কারক ফয়জুল্লাহ রহ. ৩৪০
প্রচলিত তাসাউফের প্রতি অনীহা ও কারণ ৩৪১
রাহে বেলায়াত ছেড়ে রাহে নবুওয়াতের পথে ৩৪১
ইসলাহে তাসাউফের জন্য গ্রন্থ রচনা ৩৪২
শায়খের হাতে তাঁর বাইআত ৩৪২
ইজাজত লাভ ৩৪৪
বাইআত গ্রহণের সূচনা ৩৪৫
রাহে বেলায়াত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ৩৪৬
বুঝতে পারার পর ভুল ছাড়তে পারার সাহসিকতা ৩৪৬
শেষ বয়সের তাসাউফ চর্চা ৩৪৭
বাইআতের মজলিস ৩৪৮
বাইআতের কথামালা ৩৪৯
বাইআত পরবর্তী হেদায়াত ৩৫০
ওজায়েফ ও আওরাদ ৩৫০
মুফতি আজমের দৃষ্টিতে পীরের খেলাফত ৩৫১
খলিফাদের তালিকা ৩৫১

মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর পত্র ৩৫২
মুফতি আজমের জবাবি পত্র ৩৫২
খুলাফা চরিত ৩৫৫
খতিবে আজম সিদ্দিক আহমাদ রহ. ৩৫৬
ব্যারিস্টার মাওলানা সানাউল্লাহ রহ. ৩৫৮
শাইখুল হাদিস মাওলানা আবদুল কাইয়ুম রহ. ৩৫৯
আলহাজ মাওলানা হাফেজ হামেদ সাহেব রহ. ৩৬০
মাওলানা আজিজুল্লাহ (বড় হুজুর) রহ. ৩৬১
ইসলাহে নফসের নববী পদ্ধতি ৩৬২
তাসাউফ আসলে কী? ৩৬৪
দৃষ্টি আকর্ষণ ৩৬৫
'আল হক্কুস সরীহ ফিল মাসলাকিস সহিহ' ৩৭২
দীন পালনে মুফতি আজমের মাসলাক ৩৭৩
ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধির ১৫ আমল ৩৭৫
আমল-১ : নিয়ত বিশুদ্ধকরণ ৩৭৫
আমল-৩ : সোহবতে আলহে জিকির (আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করা) ৩৭৬
আমল-৪ : মৃত্যুকে স্মরণ করা ৩৭৬
আমল-৫ : কুরআন তিলাওয়াত ৩৭৭
আমল-৬ : কবর জিয়ারত ৩৭৭
আমল-৭ : মা-বাবার কবর জিয়ারত করা ৩৭৮
আমল-৯ : ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানো ও মিসকিনকে খানা খাওয়ানো ৩৭৯
আমল-১০ : দুনিয়াবি ক্ষেত্রে নিজের থেকে নিচের লোকদের দেখবে ৩৭৯
আমল-১১ : তাকবিরে উলা-সহ জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা ৩৭৯
আমল-১২ : সালাতে তওবা ৩৭৯
আমল-১৩ : সালাতে তাসবিহ ৩৮০
আমল-১৪ : তাহিয়্যাতুল ওজু ৩৮০
আমল-১৫ : যেকোনো বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে দোয়া পড়া ৩৮০
পরিশিষ্ট-১ ৩৮১
মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী হাফি. ৩৮১
পরিশিষ্ট-২ ৩৮৪
বিদআতিদের শেরে বাংলা, অকৃতজ্ঞ আজিজুল হক ৩৮৪
পরিশিষ্ট-৩ ৩৯৫

দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদার্‌রিসীন মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবি রহ. ৩৯৫
প্রারম্ভিক ও শিক্ষাজীবন ৩৯৫
অধ্যয়নপ্রীতি ও যোগ্যতা ৩৯৫
কর্মজীবন ৩৯৬
কুরআন-হাদিসের সূক্ষ্ম ইশারা গ্রহণের পারদর্শিতা ৩৯৬
মৃত্যু ৩৯৬
পরিশিষ্ট-৪ .... ৩৯৭
দারুল উলুম হাটহাজারীর গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ ৩৯৭
চারিয়ায় ফুরকানিয়া মাদরাসা ৩৯৯
আরেক ফুরকানিয়া মাদরাসা ঝাড়ুয়া দিঘীতে ৩৯৯
দুই মাদরাসার সমন্বয়ে ফকির মসজিদের পাশে 'মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম' ৪০০
শিরক-বিদআতের প্রতিবাদ ও বিদআতিদের প্রতিরোধ ৪০১
ক্রমাগত পেরেশানি ও ধারাবাহিক পরামর্শ ৪০১
'মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম' এবার ঝাড়ুয়া দীঘিতে ৪০২
সাহায্য আসবে কখন, ও আল্লাহ! ৪০২
বর্তমান স্থানে 'মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম' ৪০৩
মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক যাত্রা ৪০৩
تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ মানে কী? ৪০৪
তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগ ৪০৪
এই ইখলাসের তুলনা কোথায়? ৪০৪
সুফি আজীজুর রহমান রহ.-সহ আরও দুই শিক্ষকের যোগদান ৪০৫
প্রথম মুহতামিম নিয়োগ ৪০৫
প্রথম পৃষ্ঠপোষক মনোনয়ন ৪০৬
প্রথম শায়খুল হাদিস নিয়োগ ৪০৬
ছাত্র ফয়জুল্লাহর 'মাদরাসা মুঈনুল ইসলামে' ভর্তি ৪০৭
প্রথম মুফতি ও মুফতি আজম ৪০৭
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪০৭
পরিশিষ্ট-৫ .... ৪০৮
হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানভি রহ. ৪০৮
জন্ম বংশ ও শৈশব ৪০৮
শিক্ষাজীবন ৪০৮
কর্মজীবন ৪০৯

‘থানভি’ ও ‘হাকিমুল উম্মাত’ ৪০৯
হাটহাজারী ও দেওবন্দ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ৪১০
মৃত্যু ৪১০
পরিশিষ্ট-৬ .... ৪১১
ফকীহুন নফস রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. ৪১১
পরিশিষ্ট-৭ .... ৪১৫
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ. ৪১৫
পরিশিষ্ট-৮ .... ৪১৮
মাওলানা আবুল হাসান খন্দকিয়াবী রহ. ৪১৮
পরিশিষ্ট-৯ .... ৪২০
শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফি রহ. ৪২০
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪২১
শৈশবের যুদ্ধ জয় ৪২১
ছাত্রজীবন ও বিশেষ উসতাদ ৪২১
আলোকময় আগামীর পূর্বাভাস ৪২২
উসতাদভক্তি, অধ্যয়নপ্রীতি ও মাদরাসাপ্রেম ৪২৩
হাটহাজারী মাদরাসায় নিয়োগ ৪২৩
নায়েবে মুহতামিম ও মুহতামিম ৪২৪
সাধারণ শিক্ষক থেকে শায়খুল হাদিস ৪২৫
দূরদর্শী শিক্ষানুরাগী ও চৌকশ শিক্ষা অভিভাবক ৪২৬
নুরানি তালিমুল কুরআন বোর্ড প্রতিষ্ঠা ৪২৭
বেফাকের চেয়ারম্যান ৪২৮
আল হাইআতুল উলইয়া লিল-জামিআতিল কওমিয়া ও কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি ৪২৮
মাসিক মুঈনুল ইসলামের সম্পাদনা ৪৩০
লেখালিখি ৪৩১
বিভিন্ন আন্দোলনের অগ্রসেনানী ৪৩১
বিদআতের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম ৪৩১
‘শানে রেসালাত সম্মেলন’ ও ‘আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন’ ৪৩২
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৪৩৩
নাস্তিক্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ৪৩৪
হাটহাজারীতে উলামা সম্মেলন ও হেফাজতের ১৩ দফা ৪৩৬

অন্তিম যাত্রা ৪৩৮
পরিশিষ্ট-১০ .... ৪৪১
শায়খুল হাদিস মাওলানা হারুন শাহনগরী রহ. ৪৪১
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪৪১
ছাত্রজীবন ৪৪১
কর্ম ও শিক্ষকজীবন ৪৪২
তার মাঝে ছিল শাসন ও সোহাগের সংমিশ্রণ ৪৪৩
মৃত্যু, জানাজা ও দাফন ৪৪৩
পরিশিষ্ট-১১ .... ৪৪৪
মাওলানা আজীজুল্লাহ (বড়হুজুর) রহ. ৪৪৪
মাওলানা আজীজুল্লাহ রহ.-এর বংশ পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষা ৪৪৪
দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তির সিদ্ধান্ত ও উসতাদের নসিহহ ৪৪৫
মুফতি আজমের সন্ধান লাভ ৪৪৫
প্রতিষ্ঠান নয়, উসতাদের সোহবত নিন ৪৪৬
চলমান রিজাল-সঙ্কটের একটি কারণ ৪৪৭
মুফতি আজম রহ.-এর ভাবান্তর ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষণ ৪৪৭
তিনি ছিলেন মেখল মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্নের উসতাদ ৪৪৮
সোহবতের বরকতে তিনি ‘বড় হুজুর’ ৪৪৮
হয়ে গেলেন উসতাদের প্রতিবেশী ও মেখলের বাসিন্দা ৪৪৯
কবর জগতেও তাঁরা পাশাপাশি ৪৪৯
পরিশিষ্ট-১২ .... ৪৫০
আল্লামা নোমান ফয়জী রহ. ৪৫০
হাটহাজারী মাদরাসা থেকে অব্যাহতির প্রেক্ষাপট ৪৫০
তিনি ছিলেন জন্মগত অলি ৪৫০
উসতাদদের সাথে পরামর্শ ও হাটহাজারী থেকে অব্যাহতি ৪৫১
সংশয় নিরসন ৪৫১
আলেম ও আওয়াম, সর্বস্তরের জনতার ঢল ৪৫১
যোগ্যতা লুকানো যায় না ৪৫২
অবশেষে পড়াতে সম্মত হলেন ৪৫২
পঙ্গপালের মতো ছুটে এলো ছাত্র কাফেলা ৪৫৩
এবার এলেন অবৈতনিক শিক্ষক কাফেলা ৪৫৩
এভাবেই একটি ব্যতিক্রমী মাদরাসার ভিত রচিত হলো ৪৫৪

গাছ তলায় আর সম্ভব হলো না ৪৫৪
এলো আবাসন ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত ৪৫৫
দাতারাই এগিয়ে এলেন, গ্রহণের আকুতি নিয়ে ৪৫৫
নির্মিত হলো বিশাল ভবন, দৃষ্টিনন্দন মসজিদ ৪৫৫
তবুও সংকুলান হয় না ৪৫৬
মাদরাসার পরিচালনা-নীতি আজও অপরিবর্তিত ৪৫৬
এমন মাদরাসা গড়ে উঠুক বিশ্বময় ৪৫৭
আদর্শ আলেম গড়ার প্রতি উসতাদদের মনোযোগ ৪৫৭
সফল মুহতামিম মাওলানা মুজাফফর আহমাদ রহ. ৪৫৭
পরিশিষ্ট-১৩ ৪৫৮
মাওলানা মুজাফফর আহমাদ রহ. ৪৫৮
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪৫৯
মেঝ হুজুরের বাবা, জনাব ফয়েজ আহমাদ চৌধুরী ও মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ. ৪৬০
পড়াশোনা ৪৬১
বিবাহ-শাদি ৪৬২
শুভ বিবাহ ও বিবাহের পরে ৪৬৬
মুফতি আজমের খেদমতে ৪৬৬
মেখল মাদরাসার শিক্ষক ৪৬৭
‘সকলের প্রিয় মেঝ হুজুর’ ৪৬৭
মেখলের রাতদিন-শুধুই পড়াশোনা ৪৬৮
ইখলাস ও আমনত ৪৬৯
স্বভাব-চরিত্র, ইবদত-বন্দেগি ও জীবনযাপন ৪৭০
হকের ওপর টিকে থাকতে ছাত্রদের প্রতি নসিহা ৪৭১
পাঠদান পদ্ধতি ৪৭১
অন্তিম যাত্রা ৪৭২
পরিশিষ্ট-১৪ ৪৭৩
মুফতি সাইফুল ইসলাম (হাতিয়ার হুজুর) রহ. ৪৭৩
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪৭৩
তাঁর পিতা মাওলানা নুরুল ইসলাম রহ. ৪৭৩
প্রাথমিক পড়াশোনা ৪৭৪
আলেমদের শান ৪৭৪
হাতিয়ায় হিজরত ও পিতার কাছে অধ্যয়ন ৪৭৫

উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা ৪৭৫
এক কওমি আলেমের কিছুক্ষণের সোহবত এবং জীবনের নতুন বাঁক ৪৭৬
কওমি মাদরাসার সন্ধান ও মাদানী রহ. এর পত্র-সোহবত ৪৭৬
স্বপ্নযোগে মুফতি আজমের সন্ধানলাভ ৪৭৬
গায়েবি সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ৪৭৭
মেখল ও হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি ৪৭৭
মুফতি আজমের সোহবতে ৪৭৮
চাকরি নামক গোলামি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ৪৭৮
ইলমের শর্তপূরণ ৪৭৯
তিনি ছিলেন তালিমের জন্য নির্বাচিত ৪৭৯
মেখল, মাদার্শা ও ভাটিয়া মাদরাসায় খেদমত ৪৮০
সোহবতের বরকত ও ফাতাওয়া লেখার যোগ্যতা ৪৮০
প্রতিষ্ঠান নয়, আহলুল্লাহ ও আহলে ফনের সোহবত প্রয়োজন ৪৮২
তিনি ছিলেন মুফতি আজমের ফুল ৪৮২
হাতিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৪৮৩
হাতিয়ার দ্বীপে দ্বিতীয় মেখলের জন্ম ৪৮৫
বাধার বিন্ধ্যাচল ৪৮৫
বসন্ত কিন্তু এসেছিল পাঁচটি ঋতুর পরে ৪৮৬
ছাত্র ভর্তি ও পরবর্তী জামাতে তারাক্কী নীতি ৪৮৭
সুন্নাহসম্মত এসলাহে বাতেন ৪৮৭
হজের সফর ৪৮৭
কাফন-দাফন সংক্রান্ত ওসিয়ত ৪৮৮
মৃত্যু ও দাফন ৪৮৮
পরিশিষ্ট-১৫ ৪৮৯
ফকিহুল আসর মুফতি নুর আহমাদ (হাফিজাহুল্লাহ) ৪৮৯
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪৮৯
প্রাথমিক পড়াশোনা ৪৯০
পারিবারিক মতভিন্নতা ও গোপনে হাটহাজারী মাদরাসায় গমন ৪৯০
ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি ৪৯১
দারুল উলুম হাটহাজারীতে তার উসতাদবৃন্দ ৪৯২
শিক্ষক ও কর্মজীবন ৪৯২
তোমাকে হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষক বানানো হবে ৪৯২

হাটহাজারী মাদরাসায় ডাকা হলে, সাথে সাথে চলে আসবে ৪৯৩
মৌলবি নুর আহমাদ সর্ববিবেচনায়ই যোগ্য ৪৯৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সুন্নাতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার ওসিয়ত ৪৯৪
তুমি কখনোই হাটহাজারী মাদরাসা ছেড়ে যাবে না ৪৯৪
মুফতি আজম রহ. এর প্রকৃত অনুসারী, হাকিকি আশেক ৪৯৫
মেহমান-নওয়াজী ৪৯৫
ইলমি মুলাযামাত ৪৯৬
মুফতি আজম রহ. এর মেহমান নওয়াজী ৪৯৬
‘হাদিয়া হলো সকলের যৌথ অধিকার’ ৪৯৬
মদিনা ইউনিভার্সিটি নয়, দারুল উলুম হাটহাজারীই প্রিয় ৪৯৭
তার অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় ৪৯৭
জোয়ান বয়সে তিনি অধ্যয়ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন ৪৯৮
ইলমি কারামাত ৪৯৮
তালিমি কারামাত ৪৯৮
তার দরসপ্রীতি, পদ্ধতি ও সময়ানুবর্তিতা ৪৯৯
হাস্য-রসিকতা ৫০০
হিম্মতের সাথে সুন্নাত পালন ৫০০
তিনি দীর্ঘজীবি হন ৫০১
মুফতি আজমের জীবনী-সংক্রান্ত রচনাবলি ৫০৩

এক নজরে মুফতি আজম রহ.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৩১০ হিজরি (আনুমানিক) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। কেউ কেউ ১৮৯০ বা ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের কথাও লিখেছেন। তবে প্রথমটিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

তার গর্বিত পিতার নাম জনাব হেদায়াত আলি চৌধুরী। আর রত্নগর্ভা মায়ের নাম রহিমুননিসা। ওরফে রহিমা বেগম।

তার পূর্বপুরুষ প্রজন্ম বাংলাপ্রদেশের গৌড় থেকে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। মেখল মাদরাসার বর্তমান পরিচালক, মাওলানা উসমান ফয়জি হাফি. এর অনুসন্ধান মতে, তারা গৌড়ে এসেছিলেন দক্ষিণ আরবের ইয়ামান থেকে। এভাবে ওপরে যেয়ে তাদের বংশধারা সাইয়িদুনা হযরত আলি রা. এর সাথে মিলিত হয়।

ইনতেকাল, জানাজা ও দাফন

১২ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরি, ৭ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ : ৫৫ ঘটিকা। বিকেল ০৪ : ৩০ ঘটিকায় তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজ কেন্দ্র করে প্রায় মাইলখানেক এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল।

ইমামতি করেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন 'বড় হুজুর', মুফতি আজম রহ. এর মেখল জীবনের একান্ত সহচর, নোয়াখালীর মাওলানা আজিজুল্লাহ রহ.। এরপর তাকে মাদরাসার অনতি দূরে মদিনা মসজিদের পার্শ্ববর্তী পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

বাল্যকাল ও পারিবারিক পরিবেশ

চট্টগ্রামের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী চার বছর বয়সে তার পারিবারিক পড়াশোনা আরম্ভ হয়। আনুষ্ঠানিক সূচনা ৬ বছর বয়সে। তখন তার খতনাও করানো হয় এবং ফকিহুন নফস রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির রহ. বিশিষ্ট ছাত্র, মাওলানা আবদুল কাদের মেখলির রহ. মাধ্যমে তাকে 'আলিফ বা' এর প্রাথমিক সবক প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি চাচা আহমাদ আলি, ফুফু পেয়ারজান ও জনাব খন্দকার হাসানুজ্জামান সাহেবের কাছে পড়েছেন।

হাটহাজারীতে পড়াশোনা

তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সূচনা হাটহাজারী মাদরাসায়, ১৩২০ হিজরি মোতাবেক ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে। সেসময় তার বয়স ছিল ১০-১১ বছর। সেখানে তিনি জামাআতে উলা বা মিশকাতুল মাসাবিহ শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক দশ বছর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা করেন।

দেওবন্দ জীবন

২১ বছর বয়সে উসতাদদের পরামর্শে উচ্চতর পড়াশোনার উদ্দেশে দেওবন্দ গমন করেন। তিনি দেওবন্দ যাওয়ার ছয় মাসের মাথায় পরিবারের একমাত্র অভিভাবক পিতার ইনতেকাল হয়। এরপরও সেখানে দুই বছর তিন মাস অবস্থান করেন।

এ সময়ের মাঝে তিনি ফুনুনাতের কিছু কিতাব ও দাওরায়ে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। এরপরে পিতার মৃত্যু ও পারিবারিক দূরবস্থার কারণে কাঙ্ক্ষিত পড়াশোনা অপূর্ণাঙ্গ রেখেই উসতাদদের পরামর্শে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কারণ তিনি ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। বাবার অবর্তমানে পরিবারের অভিভাবকত্ব তার কাঁধেই এসে পড়ে।

পরীক্ষার ফলাফল, উসতাদদের প্রশংসা

তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অতুলনীয় মেধাশক্তি এবং অনুপম সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগি ও শরিয়ত প্রতিপালনেও ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী। এ কারণে হাটহাজারী ও দেওবন্দে তিনি উসতাদদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। গোচরে অগোচরে উসতাদরা তার প্রশংসা করতেন।

হাটহাজারী ও মেখল জীবনের সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পরীক্ষার খাতা দেখেই উসতাদরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যেতেন। যেমন শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ. খাতা দেখে বলেছেন, 'এই ছেলে তো খোদ লেখক থেকেও কিতাব ভালো বুঝেছে'। দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সামি রহ. বলেছেন, 'ফয়জুল্লাহ চাটগামি কে? তাকে দেখতে মন চাচ্ছে!' তার মতন পড়া শুনে মাওলানা রসুল খান রহ. বলেছেন, 'তুমি বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে ফিরবে'।

আর হাটহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালক শাইখুল ইসলাম হাবীবুল্লাহ রহ. একবার হাটহাজারী মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ ধরে বসেন, কওমের এত টাকা-পয়সা খরচ করে কী নিয়ে এসেছো? আমি বলব, এই যে! আমার ফয়জুল্লাহকে নিয়ে এসেছি।'

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে খেদমতের প্রস্তাব ও ঈমানি পরীক্ষা

তিনি যখন দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তার বয়স মাত্র ২৪ বছর। দেশে ফেরার পর প্রথমেই কঠিন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, সরকারি মাদরাসায় পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে। আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তিনি অসম্মতি জানান। এদিকে তার সহপাঠী মাওলানা আহমাদ হাসান রহ. তাকে জিরি মাদরাসায় যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। অবশেষে উসতাদদের পরামর্শে হাটহাজারী মাদরাসায় যোগদান করেন।

হাটহাজারী মাদরাসায় ১৫ টাকা বেতনে যোগদান করার পর চট্টগ্রামের মুহসেনিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে ৩৫০ টাকা বেতনে চাকুরির প্রস্তাব আসে। এসময় আত্মীয়-স্বজন আবার পীড়াপীড়ি শুরু করেন। কিন্তু পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তিনি। এরপরে আবার কলকাতার এক কওমিয়া মাদরাসা থেকে ৭০ টাকা বেতনে চাকুরির প্রস্তাব আসে। কিন্তু এবারও তিনি অসম্মতি জানান। অথচ তখন তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টে জর্জরিত ছিলেন।

হাটহাজারীতে অধ্যাপনা জীবন

হাটহাজারী মাদরাসায় যোগদান করার অল্পসময়ের ব্যবধানেই ছাত্র-শিক্ষক সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। মাদরাসার ফাতাওয়া ও ফারায়েযের দায়িত্ব এবং ওয়াজ ও দাওয়াতের জিম্মাদারি তার ওপর অর্পিত হয়। তিনি যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে এসব আঞ্জাম দিতে থাকেন। কিচ্ছা-কাহিনীর গতানুগতিক ধারা ছেড়ে কুরআন-হাদিসভিত্তিক ওয়াজকে অগ্রাধিকার দিতেন। এর ফলে সাধারণ জনতাও তার গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে যায়। আকাশছোঁয়া গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় জনতার হৃদয়ে।

হাটহাজারী থেকে অব্যাহতি

হাটহাজারী মাদরাসায় তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ২০ বছর খেদমত করেছেন। এ সময়ে তিনি সহিহ মুসলিম, সুনানে জামানা ও হেদায়াসহ হাদিস ও ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের পাঠদান করেছেন।

তবে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালক মাওলানা হাবীবুল্লাহ রহ. এর মৃত্যুর পর সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার প্রিয়তম উসতাদ, বাংলার প্রথম মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আহমাদ সন্দ্বীপী রহ. হাটহাজারী মাদরাসা থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন। এসময় মুফতি সাহেবের জন্য বাড়ি থেকে আসা-যাওয়া করে দরস দেওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। আবার মাদরাসাগুলোর প্রচলিত পাঠদান ও পরিচালনা পদ্ধতির ব্যাপারেও তার মনে কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল।

আত্মজীবনীর অনুবাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا ، أَمَّا بَعْدُ

জন্ম

অধমের জন্ম ১৩১০ হিজরি সনে।

আম্মাজানের ওসিয়ত ও মৃত্যু

আমার বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর, তখন আমার আম্মাজান রহ. মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় আমার মা আব্বাজানকে ওসিয়ত করেছিলেন, 'আমার এই সন্তানকে যেন উলুমে আরাবিয়া ও ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হয়। তাকে যেন আলেম হিসাবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়।'

আব্বাজান সেই ওসিয়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। দীনি ইলম ব্যতীত আমাকে কিছুই শিখাননি। অন্য কোনো ভাষাও শিক্ষা দিইনি। এমনকি বাংলা ভাষাও আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি।[১]

খতনা ও অনুষ্ঠান

আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমার খতনা করিয়েছেন। খতনার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বেশ বড়োসড়ো আয়োজন করেছেন। চারটি গরু যবেহ করেছেন এবং সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে আশপাশের সকল মানুষকে দাওয়াত করে আপ্যায়ন করেছেন।

---

১ **হিন্দু শিক্ষকের প্রতি মুফতি আজম রহ.-এর শ্রদ্ধাবোধ**

মুফতি আজম রহ. এর জন্ম ১৮৮৯ সালে। সুতরাং এটা বিংশ শতাব্দীরও আগের কথা। তখন এতদঞ্চলে উরদু-ফারসি ভাষার ব্যাপক প্রভাব ছিল। ঘরে ঘরে মানুষ উরদু-ফারসি জানতো, বুঝতো। কেননা এদুটো ছিল মুঘলদের রাজভাষা। কথ্যভাষা হিসাবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাই যথেষ্ট ছিল। আর লেখালেখির জন্য উরদু-ফারসি উপযুক্ত ছিল। যার ফলে মুফতি আজম রহ. নিজেও পরবর্তী সময়ে আর বাংলা ভাষা শেখা ও চর্চা করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

বরং ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আরবি, ইলমি ভাষা হিসাবে উরদু-ফারসি, আর কথা বলার জন্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলাকেই তখনকার প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে। তবে মুফতি আজম রহ. পরবর্তী সময়ে বাংলায় স্বাক্ষর শিখেছিলেন, এক হিন্দু শিক্ষকের কাছে। 'ফয়জুল্লাহ' বাংলায় তিনি শুধু এটুকুই লিখতে পারতেন। আর এ বিদ্যাটুকু শেখাবার কারণে তিনি ওই হিন্দু শিক্ষককে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি তাকে নিজের রুমাল বিছিয়ে বসতে দিতেন। –অনুবাদক

খতনা অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা

(এখানে খতনার অনুষ্ঠানের ঘটনা বর্ণনার জন্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষাবলম্বন কিংবা সমর্থন করার জন্য নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না। উসমান ইবনে আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে : كُنَّا لَا نَأْتِيْ فِي الْخِتَانِ وَلَا نُدْعى لَهُ 'আমরা খতনার অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং আমাদের ডাকাও হতো না।')[১]

খতনা উপলক্ষ্যে মাহফিল

ওই সময়ের স্বনামধন্য আলেমে দীন মাওলানা মরহুম আবদুল কাদের সাহেবকেও আমার খতনা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তিনি মেখলেরই বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর বাড়ি ছিল ফকিরহাটের কাছাকাছি। ওই সময়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ছোট-বড়, আলেম-আওয়াম ও নেতা-অনুসারী তথা সর্বশ্রেণীর মানুষ তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। তিনি ছিলেন ফকীহুন নফস রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ। 'সিহাহ সিত্তা' তথা হাদিসের মৌলিক ছয় গ্রন্থ তিনি গাঙ্গুহি রহ.-এর কাছে পড়েছেন।

রাত্রিকালীন ওয়াজের প্রচলন

আমার খতনা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত সেখানেই আলোচক হিসাবে মাওলানা আবদুল কাদের রহ. আমন্ত্রিত

---

১ **খতনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মুফতি আজম রহ.-এর ফাতাওয়া**

মুফতি আজম রহ. প্রচলিত খতনা অনুষ্ঠান সত্যায়ন ও সমর্থন না করার স্পষ্ট প্রমাণ হলো, ফাতাওয়া দারুল উলুম হাটহাজারী (খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৪) তে সংকলিত তাঁর একটি ফাতাওয়া। সেখানে তিনি বলেছেন : *ضیافت بتقریب ختنه ہرگز مسنون نیست* 'খতনার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জিয়াফত তথা মেজবানির আয়োজন করা কিছুতেই সুন্নাত নয়।'

মুফতি আজম রহ. সারাজীবন লড়াই করেছেন সুন্নাতের জন্য। সুতরাং যে কাজ সুন্নাত নয়, তিনি তা কখনোই সত্যায়ন ও সমর্থন করবেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর এই ফাতাওয়ার দলিল হলো উসমান ইবনে আবু আস রা.-এর হাদিস, যা দুটি কিতাব থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। প্রখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রহ. বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ» رواه أحمد في مسنده برقم 17908

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى طَعَامٍ فَقِيلَ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ. رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 8382

উসমান ইবনে আবুল আস রা.-কে খতনার জিয়াফতে অংশ গ্রহণের অনুরোধ করা হলে, তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা খতনা অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং এ জন্য আমাদের দাওয়াতও করা হতো না।' অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খতনা অনুষ্ঠানের প্রচলনই ছিল না। (মুসনাদে আহমাদ : ১৭৯০৮ ও মু'জামে কাবির-তাবারানি : ৮৩৮২) −অনুবাদক

শাইখুল ইসলাম হাবীবুল্লাহ রহ.

(হাটহাজারী মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম)

জন্ম ও পড়াশোনা

দারুল উলুম হাটহাজারীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম, শাইখুল ইসলাম মাওলানা হাবীবুল্লাহ কুরাইশী রহ.-এর বাবার নাম জনাব মুতীউল্লাহ মিঞাজী। তাঁর জন্ম হাটহাজারীর চারিয়া গ্রামের কাজিপাড়ায়।

ঘরেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। একটু বড় হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রাম শহরের মুহসেনিয়া মাদরাসায় কয়েক বছর পড়াশোনা করেন।[১] এরপরে উচ্চ শিক্ষার জন্য (১৩০১ হিজরি সনে) দেওবন্দ গমন করেন। কিন্তু দেওবন্দের আবহাওয়া তার উপযোগী ছিল না। ফলে কিছুদিন পরে তিনি সেখান থেকে কানপুরে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর কাছে চলে যান এবং তাঁর পরামর্শে সেখানকার 'জামিউল উলুম মাদরাসা'য় ভর্তি হন।

এরপরে সেখানেই পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন এবং সমাপ্ত করেন।

---

১ **চট্টগ্রাম মুহসেনিয়া মাদরাসা থেকে 'হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ'**

চট্টগ্রামের হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে একটি মাদরাসা ছিল। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দানবীর হাজি মুহাম্মদ মহসিন এর 'মহসিন ফান্ড' এর অর্থায়নে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল চট্টগ্রাম মুহসেনিয়া মাদরাসা।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে 'চট্টগ্রাম মুহসেনিয়া মাদরাসা'কে 'চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' নামকরণ করা হয় এবং এর কার্যক্রম উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। পরে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুলাই 'চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' ও 'চট্টগ্রাম সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ'কে একত্রিত করে 'হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ' নামকরণ করা হয়।

ঢাকা মুহসেনিয়া মাদরাসা থেকে 'কবি নজরুল ইসলাম সরকারি কলেজ'

এই একই ইতিহাস ঢাকার কবি নজরুল ইসলাম কলেজেরও। সেটিও হাজি মুহাম্মাদ মহসিন ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় ১৮৭৪ সালে ঢাকায় কলকাতা মাদরাসার আদলে মুহসেনিয়া মাদরাসা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এটি ঢাকা মাদরাসা নামে প্রসিদ্ধ হয়। এটি ছিল পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য প্রথম সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এ মাদরাসার প্রথম সুপারিনটেন্ড্যান্ট ছিলেন পণ্ডিত ও ভাষাবিদ বাহারুল উলুম মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী। ১৯১৬ সালে মাদরাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগটি পৃথক হয়ে মুসলিম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়-ঢাকা নাম ধারণ করে। ১৯২৩ সালে মাদরাসাটি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়। পরে ১৯৬৮ সালে কলেজের নামকরণ হয় কবি নজরুল ইসলাম সরকারি কলেজ। ১৯৭৮ সালে কলেজে সহশিক্ষার প্রচলন হয়।

হাজি মুহাম্মদ মহসিন ১৮১২ সালে হুগলীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে হুগলী ইমামবাড়ায় দাফন করা হয়। জেনে রাখা ভালো, তিনি ছিলেন শিয়া মতাদর্শী। –অনুবাদক

থানভি রহ. এর পরামর্শ ও নির্দেশনা

জামিউল উলুম থেকে পড়াশোনা সমাপ্ত করে তিনি যখন দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা করেন, দেশে ফেরার পর পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে তিনি থানভি রহ.-এর সাথে পরামর্শ করেন। তখন থানভি রহ. তাকে ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগির সাথে তালিম ও পাঠদানের সাথে যুক্ত থাকার জন্য অভিমত প্রদান করেন।

ফলে হাবীবুল্লাহ কুরাইশী রহ. দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে যদিও নির্জনতার জীবন অবলম্বন করেছিলেন, তবে একইসাথে তিনি তালিম ও তাদরিসের কাজ কীভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়, সে বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা অব্যাহত রাখেন। এর পেছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে দুটি বিষয় তাঁর সামনে ছিল। যথা-

১. এর দ্বারা একদিকে শায়খের নির্দেশও পালিত হবে।

২. এর দ্বারা কিছু সমমনা সাথিও তৈরি হবে, সংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজে যারা সহযোগিতা করবে।

এ উভয় অনুপ্রেরণাকে পুঁজি করে তিনি মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কার্যক্রমও শুরু করে দিই। দুনিয়ার নিয়ম হলো, কাজ করলেই বিপত্তি আসে। তিনিও কাজ শুরু করার পর বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হন। তবে আপতিত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে তিনি থানভি রহ.-এর সাথে পরামর্শও অব্যাহত রাখেন।

থানভি রহ. ছিলেন হাকিমুল উম্মাত। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের বাস্তবসম্মত উপায় সম্পর্কে তাঁর খুব ভালোই জানাশোনা ছিল। ফলে প্রিয় ছাত্রের থেকে পরিস্থিতি জানামাত্র উত্তরণের উপায় ও করণীয় বলে দিতেন। শায়খভক্ত হাবীবুল্লাহ রহ.-ও ঠিক সেভাবেই কাজ সমাধা করতেন। উসতাদ-শাগরিদের যৌথ গবেষণা ও পরিকল্পনায় কাজ এভাবেই চলছিল।

প্রথম ছাত্র আবদুল আজীজ বটতলবী রহ.

হাবীবুল্লাহ কুরাইশীর রহ. নির্জন সাধনার সময় চলছে। শায়খ থানভি রহ. পত্র মারফত নির্দেশনা দিই। তিনি তা বাস্তবায়ন করেন। এর সাথে ভাবেন, পাঠদান ও তালিমের কাজ কীভাবে শুরু করা যায়। এমন সময়ে ছাত্র হয়ে আসলেন নোয়াখালীর মাওলানা আবদুল আজীজ বটতলবী রহ.। অথচ তিনি ছিলেন কানপুরে, থানভি রহ.-এর সোহবতে। সবাই তাকে 'জনাবঅলা' নামে ডাকত। তিনি ছিলেন থানভি রহ.-এর অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ও বিশেষ আস্থাভাজন। একই সাথে তিনি ছিলেন থানভি রহ. এর গুণী ছাত্রদের মাঝে অন্যতম এবং শায়খের সাথে তার সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত সুগভীর।

তাহলে তিনি কেন চলে আসলেন শায়খের দরবার হতে, শায়খেরই এক ছাত্রের খেদমতে? যেখানে মাদরাসার অস্তিত্ব তখনো কেবল পরিকল্পনার জগতে। বাস্তবে

আছে শুধু মসজিদ সংলগ্ন একটি হুজরা, যেখানে বসে হাবীবুল্লাহ রহ. দোয়া-জিকির ও শায়খের নির্দেশিত সাধনায় সময় অতিবাহিত করেন। আসলে এ এক গায়েবি রহস্য। তবে যতটুকু জানা যায় তা হলো,

হাবীবুল্লাহ রহ. যখন শায়েখের নির্দেশ ও নির্দেশনা মতে তালিম ও পাঠদানের ব্যাপারে চিন্তা ও পরিকল্পনা করছিলেন, এমন সময়ে আবদুল আজীজ বটতলবী রহ. কানপুর থেকে দেশে চলে আসেন। এর কারণ ছিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। দেশে আসার পর তিনি নিজের থেকেই হাবীবুল্লাহ রহ.-এর সোহবতে হাজির হয়েছিলেন। অনেকে এমনটা বলেছেন। আবার কারও মত হলো, থানভি রহ.-এর ইশারায়ই তিনি দেশে ফেরার পর শাইখুল ইসলাম হাবীবুল্লাহ রহ.-এর সোহবত গ্রহণ করেন।

কারণ যেটাই হোক, হাবীবুল্লাহ রহ.-এর প্রতি তার আস্থা ও ভক্তি ছিল বেশ পুরোনো। কানপুরে থাকাকালীনই তাঁদের মাঝে অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে। কানপুরে তিনি হাবীবুল্লাহ রহ.-এর সরাসরি ছাত্রও ছিলেন।

কারণ কানপুরের জামেউল উলুমে কাফিয়ার পূর্বে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে তিনি ভর্তিযোগ্যতা অর্জন করার জন্য হাবীবুল্লাহ রহ.-এর শরণাপন্ন হন এবং মিজান শ্রেণি থেকে কাফিয়া শ্রেণি পর্যন্ত সকল কিতাবের পাঠ তিনি হাবীবুল্লাহ রহ.-এর থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

আবদুল আজীজ রহ. যখন কানপুরে গমন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। ফলে থানভি রহ.-ই তাঁকে হাবীবুল্লাহ রহ.-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। বলেছিলেন, এই ছেলে তোমার দেশ থেকে এসেছে। তুমিই তাকে পাঠদানের জিম্মাদারি গ্রহণ করো।

শাইখুল ইসলাম রহ. পড়ালেখা শেষ করে যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মাওলানা আবদুল আজীজ বটতলবী সাহেব নিজ থেকেই অথবা থানভি রহ.-এর পরামর্শক্রমে শাইখুল ইসলাম রহ.-এর সোহবতে চলে আসেন। এভাবে শাইখুল ইসলাম রহ. শায়খের খেদমতে থাকাকালীন যাকে পড়িয়েছেন, দেশে ফেরার পরে তাকে আবারও শাগরেদ হিসেবে কাছে পেয়ে যান।[১]

কাজীপাড়ার প্রারম্ভিক মাদরাসা

মাওলানা আবদুল আজীজ রহ. যখন পড়ার জন্য আসলেন, তখন শাইখুল ইসলাম রহ. আরও কিছু ছাত্র নিয়ে পাঠদানের কার্যক্রম শুরু করেন। এই ছাত্রদের মাঝে

১ সাথে অর্জন করলেন এই বিশ্বখ্যাত বিশাল দীনী ইদারার প্রথম ছাত্র হওয়ার বিরল গৌরব ও পরম সৌভাগ্য। এই আবদুল আজীজ রহ. বটতলবী রহ. হলেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের সাবেক খতিব মুফতি আবদুল মুয়ীয রহ. এর গর্বিত পিতা। –অনুবাদক

ইলমের পথে পথে বাধার বিন্ধ্যাচল

আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে : لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ 'সবকিছুরই আপদ আছে। তবে ইলমের হলো সমূহ আপদ।' মুফতি আজম রহ.-এর জীবন ছিল এ প্রবাদের বাস্তব নমুনা। আপদ-বিপদে আচ্ছন্ন ছিল তার পুরো ইলমি জীবন। তবে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। সকল বাধা-বিপত্তির বিন্ধ্যাচল পেরিয়েই তিনি উপনীত হয়েছিলেন তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে। জীবনের দুর্গম গিরি আর কান্তার মরু অতিক্রম করেই তিনি হয়েছিলেন সকলের আস্থা ও ভক্তির প্রতীক 'মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.'। আমরা এখন ধারাবাহিক তার ইলমি জীবনের দুস্তর পারাপার সম্পর্কেই বিস্তারিত জানব।

ঘরানা পেরেশানি

আমরা শুরুতেই জেনে এসেছি, একদম শিশু বয়সেই মুফতি আজম রহ.-এর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। কোনো বাচ্চার জন্য সম্ভবত এর চেয়ে বড় বিপদ আর হয় না। এই একটি অভাবে যে পড়েছে, তার পেরেশানির কোনো অন্ত থাকে না। মুফতি আজম রহ.-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

যদিও সৎ মা তাকে অনেক বেশি স্নেহ-যত্ন করতেন। কিন্তু সৎ মা কি আর আপন মা হয়! সৎ মায়ের কোলে পালিত বাচ্চার যত পেরেশানি থাকে, তার প্রায় সবগুলোই ছিল মুফতি আজম রহ.-এর জীবনে।

তাকে ঘরোয়া কাজকর্মেও অংশ নিতে হতো। ওদিকে পড়াশোনার পর্যাপ্ত সময় ও উপকরণের ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি আলোর ব্যবস্থাও হতো বহু কষ্টে। জীবনই যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে পড়াশোনার প্রতিবন্ধকতা তো নস্যি ব্যাপার মাত্র?

কিন্তু যিনি আগামীর রাহবার ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন, হাজারো প্রতিবন্ধকতাও কি তাকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে? শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটনের জন্য যিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তিনি কি খুব সহজেই দমে যাবেন? বালা-মসিবত যতই আসুক, তিনি কি খুব সহজেই হার মেনে নিবেন?

কিছুতেই না। মুফতি আজমও দমে যাননি। হারও মানেননি। ঘরোয়া সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সব বাধা পায়ে দলেছেন। সব কাজকর্মের পর যখনই সময় পেতেন, লেখাপড়ায় লেগে যেতেন। যতটুকু সময় পেতেন, ইলম চর্চায় কাটিয়ে দিতেন। কাজকাম ও পড়াশোনা, সমান তালে চালিয়ে গেছেন। না কাজে অবহেলা করেছেন, আর না পড়াশোনায় কমতি করেছেন।

এই বাল্য বয়সে বাধা ও লক্ষ্যের মাঝে সুচারু সমন্বয় রেখে এগিয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব? কিন্তু তিনি তো ছিলেন ভবিষ্যতের মুফতি আজম! মুসলিহে উম্মাত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত, দীনের আপসহীন সিপাহসালার!

একটু বড় হওয়ার পর যখন ঘরের বাইরে পা রাখলেন, বিপদ এসে আবার দরজায় হাজির। পড়াশোনার জন্য মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় তৃতীয় সৎ মা মৃত্যুবরণ করলেন।

ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং ফয়জুল্লাহ রহ.-এর দেখাশোনা এই মায়ের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁর বাবা তখন চতুর্থ বিবাহ করলেন। তার অধীনেই মুফতি আজম রহ. যৌবনে উপনীত হন।

ঘরোয়া অব্যবস্থাপনা ও পড়াশোনার প্রতিবন্ধকতা তখনো অব্যাহত ছিল। কিন্তু মুফতি আজম রহ. সবকিছু উপক্ষো করে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন।

তার জীবনের অন্তহীন পেরেশানির কথা পাঠক খুব সহজেই অনুমান করতে পারবেন। আপন মা নেই। সৎ মায়েদেরও একের পর এক মৃত্যু। সাথে আর্থিক অনটন। এই সবকিছুর যোগফল একজন বালকের মননে কী পরিমাণ পেরেশানির জন্ম দিতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়।

বিশেষত সেই বাচ্চাকে যখন একই সাথে দুটি জগৎ সামাল দিতে হয় : ঘর ও পড়াশোনা। না ঘরের কাজে ছুটি আছে, আর না পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে আছে। এই এতটুকুন বাচ্চার পক্ষে বিপরীতমুখী দুটি জগৎ সামাল দেওয়া কি যুদ্ধজয়ের চেয়ে কম?

আল্লাহর মেহেরবানিতে মুফতি আজম রহ. সেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেখিয়েছেন। প্রতিবন্ধকতার যুদ্ধ জয়ের অদম্য মানসিকতা ও মনোবলই তাকে যুগশ্রেষ্ট মুফতি, মুফতি আজম বানিয়েছে।

সৎ মায়ের নির্দেশে তিনি পাতিল মেজেছেন। আবার ঘরের ভেতর-বাইরের সব কাজও করেছেন। এদিকে পড়াশোনার পাঠও যথাযথ ঠিক রেখেছেন। এগুলো তাকে প্রায়োগিকভাবে শিক্ষা দিয়েছে, প্রতিবন্ধকতার সাথে কীভাবে লড়তে হয়।

এই অনুশীলনই হয়তো তাকে পরবর্তী জীবনে শিরক-বিদআত ও রুসুমাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যোগ্য করে তুলেছিল। আমাদের দৃষ্টিতে যা ছিল বাধার বিন্ধ্যাচল, আদতে তা হয়তো ছিল প্রতিকূলতায় টিকে থাকার ট্রেনিং ক্যাম্প। প্রায় সকল মনীষী, মহামনীষীই বাল্য বয়সে এমন ট্রেনিং ক্যাম্পে বেড়ে ওঠেন, কর্মজীবনে যা তাদের প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙাতে সহায়তা করে।

নিজ বাড়ি থেকে জায়গির বাড়িতে

মুফতি আজম রহ. দারুল উলুম হাটহাজারীতে ১০ বছর পড়াশোনা করেছেন। শুরু থেকে আট বছর বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করেছেন। এই সময়ে তার ওপরে কেমন অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বে মোটামুটি জেনেছি। শেষে মাওলানা হামেদ সাহেবের পরামর্শে শেষের দুই বছর তিনি রঙ্গীপাড়া গ্রামে জায়গির থেকেছেন।[১]

এখানে তার জায়গির-বাড়ির লোকজন ও আশপাশের লোকেরা তার সাথে বেশ ভালো আচরণ করেছে। ভালোবাসা ও সদাচারের সাথেই এই দুই বছর অতিবাহিত হয়। শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনি জায়গির বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ি যেতেন। আবার ফিরে আসতেন শনিবারে। শেষের দুই বছর এটাই ছিল তার বাড়ি যাওয়া-আসার রুটিন।

যখন তিনি বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করে মাদরাসায় দরস নিতেন, অধিকাংশ সময় দরস শেষ করে মাগরিবের পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে যেতেন। মাগরিবের সালাত আদায় করেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। এরপর পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এশা পর্যন্ত নিরবধি পড়াশোনা চলত। এশার সালাত আদায় করেই বিছানায় চলে যেতেন।[২]

আবার পড়াশোনার জন্য শেষ রাতে জেগে উঠতেন। আজান পর্যন্ত ধারাবাহিক পড়াশোনা হত। ফজরের আজান হলেই চলে যেতেন মসজিদে। ফজরের সালাত শেষ করে আবার পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করতেন। আটটা বাজলে উপস্থিত যা মিলত, খেয়ে মাদরাসায় চলে যেতেন।

কিন্তু এই সময়গুলোতে পড়াশোনার জন্য তাকে যুদ্ধ করতে হতো এবং ফাঁকে ফাঁকে ঘরোয়া বিভিন্ন কাজও আঞ্জাম দিতে হতো, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে তার বিশেষত্বটা হলো, এত ঝামেলা সত্ত্বেও তিনি পড়াশোনার

---

১ লজিং বা জায়গির অর্থ : বেতন বা মাইনের পরিবর্তে কোনো পরিবারে ফ্রি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। বিনিময়ে লজিং বা জায়গির শিক্ষক ওই পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াতো। অনেক সময় পড়ানোর শর্ত ছাড়াই কোনো কোনো স্বাবলম্বী পরিবার লজিং বা জায়গির শিক্ষককে এমন সুযোগ করে দিতো, হয়তো ধর্মীয় আবেগ কিংবা সামাজিক উদারতার কারণে।

যাহোক, জীবনের রূঢ় বাস্তবতায় মুফতি আজম রহ.-ও একদা লজিং থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। –অনুবাদক

২ বলা যায়, মুফতি আজম রহ. তখনো বাচ্চা মানুষ। কিন্তু জীবনযাপনে সুন্নাহর কী অত্যাচার্য অনুসরণ, অনুশীলন। মাগরিব পড়েই খাওয়া-দাওয়া, ইশা পড়েই শুয়ে পড়া, শেষ রাতে উঠে যাওয়া, আজান হলেই মসজিদে যাওয়া–সুবহানাল্লাহ! কথায় বলে 'যা হয়, তা নয়েই হয়। যা হয় না, তা নব্বইয়েও হয় না।' মুফতি আজম নয়তে যা হয়েছিলেন, আমাদের পক্ষে তো নব্বইতেও সেখানে পৌঁছা মুশকিল। –অনুবাদক

সফর ব্যতীত ইলমে পূর্ণতা আসে না

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

> فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ
>
> তো কেন বের হলো না প্রত্যেক দলের একটি অংশ দীনের ইলম (গভীর জ্ঞান) অর্জন করার জন্য এবং ফিরে আসার পর নিজ কওমকে সতর্ক করার জন্য, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।[১]

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এটাই। সফর করা ব্যতীত কারও পূর্ণ ইলমি যোগ্যতা অর্জিত হয় না। ইতিহাসখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফতি ও মুফাসসিরদের থেকে যার নামই আসুক না কেন, তার জীবন পাতা উল্টালে দেখা যাবে, ইলম অর্জনের পেছনে তিনি কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কত দূরদূরান্তের সফর করেছেন। আর কত কঠিন থেকে কঠিনতম পথ অতিক্রম করেছেন।

এমনকি ইলমের সফরে মুসা আ.-কে পর্যন্ত বলতে হয়েছে,

> لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا
>
> আমরা এই সফরে কষ্ট অনুভব করেছি।[২]

প্রসিদ্ধ সাহাবি ও ইমামদের জীবনী তো আমাদের সামনেই রয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.। তাঁর সম্পর্কে সহিহ বুখারিতে এসেছে, মাত্র একটি হাদিস শেখার জন্য তিনি দীর্ঘ একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করে মদিনা থেকে শামে গিয়েছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ইমাম বুখারি রহ. বলেছেন,

> وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.
>
> মাত্র একটি হাদিসের জন্য সাহাবি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এক মাসের সফর করে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.-এর কাছে গিয়েছেন।[৩]

আরেক জন তো দীর্ঘ এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করে মদিনা থেকে তৎকালীন শামের রাজধানী দামেস্ক সফর করেছেন শুধু এই জন্য যে, তিনি শুনেছেন, সাহাবি আবুদ দারদা রা.-এর কাছে এমন একটি হাদিস রয়েছে, যা তিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।

এভাবে নফর তথা সফর করার পরেই আল্লাহ তায়ালা তাফাক্কুহ তথা দীনের

---

১ সুরা তওবা : ১২২।

২ সুরা কাহ্ফ : ৬২।

৩ সহিহ বুখারি : بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

গভীর বুৎপত্তি দান করেন। আর মুফতি আজম রহ.-ও সেই তাফাক্কুহ ফিদদীন অর্জন করার জন্যই মাতৃভূমি থেকে সেই সুদূরের দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেছিলেন। (এবং তিনি সফর করেছেন উসতাদদের পরামর্শমতে।)

দেওবন্দ সফরের প্রেক্ষাপট

মুফতি আজম রহ. তার দেওবন্দ সফর সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমার বয়স যখন একুশ বছর হলো, আমি দেওবন্দ গেলাম। সেখানে কুতুবে সিহাহ তথা হাদিসের প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ কিতাবসমূহ ও ফুনুনাতের কিছু কিতাব পড়েছি। দেওবন্দে আমি মোট দুই বছর তিন মাস ছিলাম।

তিনি আরও বলেছেন, আমি মেশকাত ও জালালাইন পর্যন্ত দারুল উলুম হাটহাজারীতে অধ্যয়ন করেছি। তখন মাদরাসার কেবল সূচনালগ্ন। মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা অতো বিন্যস্ত ছিল না। কিছু পেরেশানি ছিল। শিক্ষক সংখ্যাও ছিল কম। তার ওপরে শিক্ষাদানের বাইরেই শিক্ষকদের ছিল বিভিন্ন ব্যস্ততা। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি অনেকটা বিশৃঙ্খল ছিল।

এমনকি একই বছরে এক কিতাব কয়েকজন উসতাদের কাছে পড়তে হতো। হেদায়ার এত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবও ৩-৪ জন উসতাদের কাছে পড়তে হয়েছে। আবার দাওরাও একবছর চলমান থাকত, আরেকবছর মওকুফ থাকত।

এসব কারণে উসতাদরা মুনাসিব মনে করলেন, আমি যেন ফুনুনাতের কিছু কিতাব এবং দাওরায়ে হাদিস দেওবন্দ গিয়ে পড়ে আসি। এই সিদ্ধান্ত যখন স্থির হয়, তখন ছিল রমজান মাস। খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ বিশেষ সকলের মাঝেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা হতো লাগল।

'মুফতি আজম' হওয়ার গায়েবি ইশারা

চারদিকে যখন মুফতি আজম রহ.-এর দেওবন্দ যাওয়ার চর্চা, এমন সময়ের এক ঘটনা। হাটহাজারীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম রঙ্গীপাড়া। সেখানকার এক সহজ সরল দীনদার মানুষ হলেন নাম জনাব মীর হুসাইন। মুফতি আজম রহ. বলেন, জনাব মীর হুসাইন সাহেব একবার স্বপ্নে দেখলেন আমার মাথায় অনেক বড় পাগড়ি শোভা পাচ্ছে। লোকেরা আমাকে 'মুফতি সাহেব' 'মুফতি সাহেব' বলে ডাকছে। কী হবে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা?

আমার ঘনিষ্ঠতম সহপাঠী মাওলানা আহমাদ হাসান বললেন, এর ব্যাখ্যা হলো, আপনি ইনশাআল্লাহ দেওবন্দ থেকে মুফতি হয়ে ফিরবেন। বাস্তবে হলোও তাই।

আমি দেওবন্দ থেকে ফিরে যখন হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হলাম, তখন আমাকে ইফতা তথা ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্বও অর্পণ করা হলো।